সংবাদ।

তারিখ ৩০/১/৮২
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

092

এইতো সেই কাশাদহ খাল

মানিকগঞ্জ, ১১ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—'কাশাদহ শুকিয়ে গেছে। খালের উৎসমুখে যমুনায় বিরাট চর পড়ায় কয়েক হাজার একর জমিতে ইরিচাষে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কাশাদহ খালের আওতায় যে ক'টি প্রজেক্টে ইরিচাষ করা হয় সে সব জমিতে কৃষকরা চাষ করে বসে রয়েছে। পানি নেই। প্রথমে ৩ বছর সংশ্লিষ্ট কৃষকরা ইরি চাষ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। কারণ এবার কাশাদহের চারপাশে ইরি চাষ করতে গেলে তিনটি পর্যায়ে পানি সরবরাহ করে ইরির আবাদ করতে হবে এবং তাতে ইরি ধানের উৎপাদন খরচ পড়বে প্রতিমণ তিনশ' টাকা।

কিন্তু যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভাষায় কাশাদহ একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী, তাই শত খরচই পড়ুক ইরি চাষ করতেই হবে। ফল হয়েছে এই, কৃষকরা এখন হালে পানি পাচ্ছে না।

সম্প্রতি এব্যাপারে পি,ডি,বি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এ,ডি,সি (প্রজেক্ট) ও বি,এ,ডি,সি'র মেম্বর ডিরেক্টর শওকত আলী ও স্থানীয় কর্মকর্তারা কৃষকদের নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন পর্যায়ের পানি সরবরাহের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে কাশাদহ খালের উৎসমুখ থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে হেমগঞ্জ থেকে পাম্প দিয়ে পানি খালের উৎসমুখে আনা হবে এবং সমস্ত ব্যয়ভার কৃষকরা বহন করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে খালের উৎসমুখ থেকে বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে পানি খালে দেয়া হবে এবং সমস্ত ব্যয়ভার বি,এ,ডি,সি বহন করবে। তৃতীয় পর্যায়ে জমিতে পানি সেচ খরচও কৃষকরা বহন করবে। সেই অনুযায়ী হেমগঞ্জে ৭টি ডিজেল পাম্প বসানো হয়েছে। কাশাদহ খালের উৎসমুখে ৭টি বৈদ্যুতিক মোটরও বসানো হয়েছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে খালে পানি সরবরাহ শুরু করা হয়। ফলে অনেক জমিতে কৃষকরা চারা লাগাতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ২রা ফেব্রুয়ারী বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হয় এবং খালের সংরক্ষিত পানি আবার শুকিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কৃষকরা যোগাযোগ করে জানতে পারে: গত বছরের বিদ্যুৎ বিল বাকী থাকার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২রা ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার কাশাদহ খালের সংগে সংযোজিত কয়রা-গাঙ্গাইর খালে পানি সেচ উদ্বোধন করেন এবং সেকারণেই কয়েক ঘন্টা পানি সরবরাহ করা হয়।

এদিকে গত বছরের বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কৃষকরা পি,ডি,বির প্রতি বিক্ষুব্ধ। পিডিবি থেকে গত বছরের বিদ্যুৎ বিল দাবী করা হয়েছে ৪৬ হাজার টাকা। কিন্তু কৃষকরা বলছে বিদ্যুত বিল ২০ হাজার টাকার বেশী হবে না। কৃষকরা এই প্রতিনিধিকে জানিয়েছে, ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাশাদহ খাল দিয়ে পানি নিয়ে ঐ পানি ইছামতী নদীতে দেয়া হয়েছে; কারণ, মরহুম রাষ্ট্রপতি ঐ সময়ে স্পীড বোট চালিয়ে হরিরামপুরে যান। কিন্তু ইছামতীতে পানি না থাকায় কাশাদহ খাল থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। এ ব্যাপারে ঐ সময়ে কৃষকদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল ইছামতীতে পানি দেয়ার বিদ্যুৎ বিল জেলা প্রশাসন বহন করবে। কৃষকদের অভিযোগ যেহেতু ইরি চাষে পানি ব্যবহৃত হয়নি সেহেতু বর্ধিত বিল তারা দেবে না। সম্প্রতি পি,ডি,বি থেকে কৃষকদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আশ্বাস দেয়ার প্রেক্ষিতে কৃষকরা ১০ হাজার ৯৭ টাকা ৯২ পয়সা বিদ্যুতের বকেয়া বিল জমা দেয়। কিন্তু বিদ্যুৎ বিল জমা দেয়ার পরও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে কৃষকরা পি,ডি,বি ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ।

অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ না দিলে এবছর কাশাদহের আওতায় ইরি চাষ হবে না এবং কাশাদহ খালটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।